ভোরের কাগজ

MAR. 21 2002

কাউন্সিল সামনে রেখে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সিলেট ছাত্রলীগ

খতিয়ার উদ্দিন, সিলেট থেকে : সিলেট জেলা ছাত্রলীগের াউন্সিলকে সামনে রেখে সংগঠনের ভেতরে তোলপাড় শুরু য়েছে। পছন্দসই পদ পাওয়ার জন্য নেতারা ব্যাপক লবিং ালিয়ে যাচ্ছেন। বরাবরের মতো এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ড়েছেন মূল দলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাও। ফলে ৪টি গ্রুপে ভক্ত হয়ে পড়েছে জেলা ছাত্রলীগ।

সিলেট জেলা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি গঠন করা হয় ৯৯৭ সালে। এতে সভাপতি পদে শফিউল আলম নাদেল, াধারণ সম্পাদক পদে নাসির উদ্দিন খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক দে বিধান কুমার সাহা দায়িত্ব পান। এর ৬ মাস পর ঘোষণা রা হয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি। কিন্তু কমিটি নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে ীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো গ্রুপের সৃষ্টি য়। ফলে ছাত্রলীগের কার্যক্রম হয়ে পড়ে কেবল বিবৃতিনির্ভর।

সম্প্রতি ছাত্রলীগের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কাউন্সিল আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কেন্দ্র থেকে গত ১১ মার্চ কাউন্সিল অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হলেও সময় স্বল্পতার কারণে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এখন চলতি মাসের শেষ দিকে কাউন্সিল হবে বলে জেলা ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানিয়েছে। জেলা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অধিকাংশ নেতারই ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলে রাখার কোনো চেষ্টাই করছেন না বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তবে 'কাশ্মির' গ্রুপের নেতা হিসেবে পরিচিত বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক বিধান কুমার সাহা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ পদে আরো যারা আসতে চান তাদের মধ্যে রয়েছেন শুভেচ্ছা গ্রুপের নেতা বর্তমান সহসভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম, তালতলা গ্রুপের প্রার্থী এম শাহরিয়ার কবির সেলিম, টিলাগড় গ্রুপের প্রার্থী বর্তমান কমিটির শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক রণজিত সরকার এবং অন্যতম সহসভাপতি জগলু চৌধুরী। জগলু অবশ্য কোনো গ্রুপের প্রার্থী হিসেবে পরিচিত হননি। তেলিহাওর গ্রুপের নেতা হিসেবে পরিচিত বর্তমান সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খানের সমর্থন নিয়ে মনিরুজ্জামান সেলিমও সভাপতি পদে অন্যতম প্রার্থী। টিলাগড় গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেক জন সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন সালেহ আহমেদ সেলিম।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আল আমিনুল হক পান্না, মনসুর রশীদ, আব্দুর রকিব বাবলু প্রমুখ। এ ছাড়া সভাপতি পদপ্রার্থীদের কেউ কেউ অবস্থা বুঝে সাধারণ সম্পাদক পদ লাভের চেষ্টাও করতে পারেন বলে জানা গেছে। তবে এ ব্যাপারে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না।

জেলা ছাত্রলীগের ৪টি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, দেওয়ান ফরিদ গাজী ও সুলতান মোহাম্মদ মনসুর। লবিং চলছে এই নেতাদের ঘিরেই। জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ আবু নছর, সাধারণ সম্পাদক আ ন ম শফিক, যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার হোসেন শামীম, আবদুল খালিক নয়নও স্থানীয়ভাবে কলকাঠি নাড়ছেন। এ ছাড়া তরুণ নেতা মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ, নিজাম উদ্দিন, এ টি এম ফয়েজ, আসাদ উদ্দিন, কবির উদ্দিনকে বেশ তৎপর দেখা যাচ্ছে ছাত্রলীগের গ্রুপিং-লবিঙে। তবে বিগত সংসদ নির্বাচনে সিলেট-১ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ এম এ মুহিতের এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে জানা গেছে।

এদিকে জেলা ছাত্রলীগের কাউন্সিলের পর পরই শহর কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জল্পনা-কল্পনা চলছে। তাই উৎসাহী নেতাদের চোখ রয়েছে শহর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দিকেও। এদের মধ্যে মনিরুজ্জামান সেলিম, আ স ম রাশেদ, মনসুর রশীদ, আব্দুর রকীব বাবলুর নাম উচ্চারিত হচ্ছে জোরেশোরে। তবে জেলায় পছন্দসই পদ লাভে ব্যর্থ হলে শহর কমিটিতে পদ প্রত্যাশীর সংখ্যা বেড়ে যাবে